যৌন রোগ ও তাহার চিকিৎসা

(হোমিওপ্যাথ মতে)

পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্তিত সংস্করণ

ডাঃ প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

SHIVA & Co.

Medical Publisher, Howrah-711101

সূচীপত্র

পুরুষ জননেন্দ্রিয় ... ১

অন্ডকোষের গঠন ... ২

লোবিউল ... ২

এপিডিডিমিস ... ৩

ডাকটাস ডিফারেন্স ... ৩

ভেসিকিউলি সেমিনোলিস ... ৪

প্রষ্টেট গ্লান্ড ... ৫

বীর্য বা শুক্র কি? ... ৫

শুক্রসৃষ্টিতে হর্মোনের ক্রিয়া ... ৭

অন্ডকোষের অভ্যন্তরীণ রস ... ৭

লিঙ্গ ... ৮

স্ত্রী জননেন্দ্রিয় ... ৯

ডিম্বাধার ... ৯

ডিম্বানু বা ওভাম ... ১১
জরায়ু নল ... ১২
জরায়ু ... ১২
ঋতু ... ১৫
স্তন ... ১৬

পুং জননেন্দ্রিয়ের পীড়াসমূহ ... ১৭
অন্ডকোষ প্রদাহ ... ১৭
পুরাতন অন্ডকোষ প্রদাহ ... ১৮
একশিরা ... ২২
ভেরিকোসিল ... ২৩
কোরল্ড ... ২৬
ধাতুদৌর্বল্য ... ২৯
হস্ত মৈথুন ... ৩৪
মুখশায়ী গ্রন্থির প্রদাহ ... ৩৬

মুস্কত্বক প্রদাহ	...	৩৯
মুদা	...	৪০
মূত্রনালীর সংকোচন	...	৪১
যান্ত্রিক সংকোচন	...	৪২
স্বপ্নদোষ	...	৪২
প্রবল সঙ্গম ইচ্ছা	...	৪৩
ধ্বজভঙ্গ	...	৪৪
শীঘ্র বীর্যপাত	...	৫০
সর্বদা কামচিন্তা	...	৫০
স্ত্রীলোকদের জননেন্দ্রিয়ের পীড়া—		৫০
বাধক	...	৫০
বন্ধাত্ব	...	৫৩
জরায়ু প্রদাহ	...	৫৪
বেদনাপূর্ণ সঙ্গম	...	৫৭

যোনির চুলকানি	...	৫৮
যোনির প্রদাহ	...	৫৯
অবরুদ্ধ যোনি	...	৬২
প্রমেহ	...	৬৩
স্ত্রীপ্রমেহ	...	৭১
উপদংশ	...	৭৫

যৌন রোগ ও তাহার চিকিৎসা

যৌন রোগের চিকিৎসা করিতে হলে স্ত্রী এবং পুরুষের জননেন্দ্রিয় বিষয়ে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন এবং কিছু আলোচনা করাও প্রয়োজন।

পুরুষ জননেন্দ্রিয়—

দুইটি অন্ডকোষ (Testes), তাহা হইতে দুইটি নল (Ducts Differens) ও লিঙ্গ (Penis) লইয়া পুরুষ জননেন্দ্রিয় গঠিত।

অন্ডকোষ (Testes)—ইহা স্পারমাটোজোয়া (Spermatozoa) বা শুক্রকীটের প্রধান উৎপত্তির গ্রন্থি। দুইটি অন্ডকোষ, দেখিতে প্রায় ডিম্বাকৃতি। ইন্দ্রিয়ের নীচে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে ইহা সচরাচর স্ক্রোটাম (Scrotum)-এর মধ্যে অবস্থিত কখনও কখনও কুক্ষি গহ্বরে নিহিত থাকে ইহা লম্বায় ১, ১/২ ইঞ্চি ওজন অর্ধ ছটাকের মতন এপিডিডিমিস (Epididymis) বলে ইহার উপরের অংশকে গ্লোবাস মেজর

(Globus Major) এবং নীচের অংশটিকে গ্লোবাস মাইনর (Globus Minor) বলে।

অণ্ডকোষের গঠন—

ইহাদের ঘিরিয়া একটি সাদা বর্ণের আবরণ আছে, তাহাকে টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া (Tunica Albuginia) বলে। এই আবরণের ভিতর হইতে সূক্ষ্ম অংশগুলি গ্রন্থি মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে। প্রতি অংশকে লোবিউল (Lobule) বলে এবং আবরণের সূক্ষ্ম অংশগুলিকে ট্রাবেকিউলি (Trabeculi) বলে। গ্রন্থির পিছনে এই আবরণ স্থূল এবং কার্পার হাইমোর (Corpus Highmore) মিডিয়াষ্টিনাম টেসটিস (Mediastinum Testes) নামে অভিহিত হয়। ইহাতেই নল বা এপিডিডিমিস যুক্ত থাকে। এক শ্বেত আবরণের উপর পেরিটোনিয়াম উদ্ভূত টিউনিকা ভেজাইনেলিস (Tunica Veginalis) অবস্থিত।

লোবিউল (Lobule)—প্রত্যেক গ্রন্থির মধ্যে আন্দাজ ২৫০-৪০০ লোবিউল আছে। প্রত্যেকটি ত্রিকোনাকৃতি, প্রশস্ত অংশটি গ্রন্থির গাত্রের দিকে অবস্থিত এবং তাহার মধ্যে

অনেকগুলি কুন্ডলীকৃত সূক্ষ্ম নল আছে। এই নলগুলিকে টিউবিউলি সেমি নিফিরি বা বীর্যবাহী বা শুক্রবাহী নালী বলে। তাহাদের সংখ্যা অন্ততঃ ৮৪০, প্রত্যেকটি ২, ২/১ ফুট লম্বা এবং ১/১৫০-১/২০০ ইঞ্চি চওড়া কতকগুলি কুন্ডলিকৃত নালিকা একত্রিত হইয়া সরল নালিকাতে (Straight Tube) পরিণত হয়। এই সরল নালিকাগুলি কার্পাস হাইমোর যে জালময় নল গঠন করে, তাহাকে রিটি টেসটির (Rate) বাহির হইয়া কুন্ডলী ভাব ধারণ করে তাহাকে কোনাই ভাসকুলোসা (Coni Vasculosa) বলে, তাহাই এপিডিডিমিস নলে শেষ হয়।

এপিডিডিমিস—পূর্ব কথিত রূপে গঠিত হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে প্লোবাসা মেজর মাইনর নামক স্থূল অংশদ্বয় গঠন করে। পরে উপরে উঠিয়া বীর্যনল বা ডাকটাস ডিফারেন্স এ (Ductus Deferens) পরিণত হয় এপিডিডিমিস নল প্রায় ২০ ফুট লম্বা এবং ৫/৭০—১/৯০ ইঞ্চি চওড়া। নলের মধ্যে সিলিএটেড এপিথিলিয়াম আছে।

ডাকটাস ডিফারেন্স (Ductus Deferens)—স্লোবাস মাইনরে সুরু হয় এবং স্পারমাটিক কর্ডের মধ্যে থাকিয়া কুক্ষি মধ্যে প্রবেশ করিয়া পৃথক হইয়া মূত্রাশয়ের

তলদেশে উপস্থিত হয়। এই স্থানে ইহা ভেসিকুলি সেমিনেলিস (Vesecuice Seminalis) নামক কুন্ডলীকৃত নলের সূক্ষ্ম অংশের সহিত মিলিত হইয়া লিঙ্গ মধ্যস্থিত মূত্র পথে প্রবেশ করে।

ভেসিকিউলি সেমিনেলিস (Vesicule Seminalis)—ইহা দুইটি কুন্ডলীকৃত নলের থলি মূত্রাশয়ের (Bladder) নিম্নাংশে এবং মলাশয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। ইহার প্রত্যেকটি ত্রিকোণ প্রশস্থ অংশ পশ্চাৎ দিকে পরস্পর হইতে দূরে এবং সূক্ষ্ম অংশ সামনের দিকের পরস্পরের নিকট এবং প্রসটেট গ্রন্থির দিকে অবস্থিত। এক একটি ২/১/১, ইঞ্চি লম্বা ও প্রায় ১/২ ইঞ্চি চওড়া, উপরের অংশ মূত্রাশয়ের এবং নীচের অংশটুকু মলাশয়ে সংলগ্ন ও সম্মুখ ভাগ সরু হইয়া ডাকটাস ডিফারেন্সের সহিত মিলিত হইয়া ইজাকিউলেটারী ডাকট্ গঠন করে ইহার গাত্রের তিনটি স্তর আছে বাহিরস্তর ফাইব্রাস টিসু ও সেল দ্বারা গঠিত। মধ্যস্তর পেশীগত দ্বারা এবং অন্তর স্তর ঝিল্লীময় স্তর দ্বারা গঠিত। অন্তর স্তরে কলনার সেলের সমাবেশ দেখা যায়।

এই যন্ত্রদ্বয় পিত্ত কোষের মত কাজ করে। অন্ডকোষ হইতে যে বীর্য অপর সময়ে ক্ষরণ হয় তাহা এই থলিতে

জমিতে থাকে এবং সম্ভোগকালে যখন অন্ডকোষ হইতে বীর্য বাহির হয় তাহার সহিত এই সঞ্চিত বীর্য হইয়া থাকে।

প্রষ্টেট গ্লান্ড দেড় ইঞ্চি × এক ইঞ্চি মাপের এই গ্রন্থি ওজনে দুই ড্রাম প্রায়। ইহাকে বীর্যধারা বলা যায়, কারণ বীর্যের প্রায় সবটা তরল পদার্থ এই গ্রন্থি ও সেমিনাল ভেসিকল মিলিয়া তৈয়ারী।

অন্ডকোষ থেকে বিন্দু শুক্রানু ও বিন্দু বীর্যরস আসে। ফাইব্রাস আবরণে ঢাকা প্রষ্টেট, কতক গ্রন্থি তন্তু ও কতক মাংস পেশী দ্বারা গঠিত। মূত্রনলের গোড়ার প্রষ্টেটিক অংশকে চতুর্দিক ঘিরিয়া ইহা মূত্রাশয় ও মলনলের মাঝে অবস্থিত। ইহা হইতে এক প্রকার পিচ্ছিল তরল পদার্থ বাহির হয় তাহাকে Prostatic Fluid বলে।

বীর্য বা শক্তি কি? শ্বেতাভ, ঘন, তরল পদার্থ ইহা অন্ডকোষদ্বয় ও ভেসিকুলি সেমিনেলিস, প্রষ্টেট প্রভৃতি গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত রস। ইহার প্রধান উপাদান বীর্যকীট বা শুক্রকীট (Spermatozoa) ও অ্যাল্‌বুমিন (Albumin)। প্রতি সঙ্গমে আন্দাজ দুই কোটি বীর্যকীট থাকে। কিন্তু তারমধ্যে সার্থক হয় একটি।

বীর্য বা শুক্রকীট (Spermatozoa) প্রত্যেকটি দীর্ঘ সিলিয়া বা লাঙ্গুল সমন্বিত সেল। ঐ সেল (Cell) অংশ ডিম্বাকার এবং ১/৬০০ ইঞ্চি দীর্ঘ লাঙ্গল লেজের অংশ ১/৪০০ ইঞ্চি দীর্ঘ। এই লাঙ্গুলের বা লেজের ঘন ঘন কম্পন দ্বারা কীটানুর গতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বীর্য বা শুক্র সৃষ্টিতে হর্মোনের ক্রিয়া

এন্টিরিয়ার পিটুইটারী গ্রন্থি হইতে গোনাডোট্রপিক (Gonadotropic Hormone) বাহির হয় যথা— গ্যামেটোজেনিক্ হর্মোন (Gametogenic Hormone) ও ইন্টারষ্টিসিয়াল সেল ষ্টিমুলেটিং হর্মোন (Intertitial Cell Stimulating Hormone) ইহারা প্রথমে দুজনে প্রাথমিক কাজ সুরু করে। প্রথম হর্মোনটির কাজ হইল অন্ডকোষের জামিনাল এপিথিলিয়ামের উপর ক্রিয়া দ্বারা শুক্র কীট সৃষ্টি করে এবং দ্বিতীয় হর্মোনটির ক্রিয়া হইল অন্ডকোষের লিডিগ্ সেলের সাহায্যে পুরুষ যৌন হর্মোন টেষ্টেসটেরোনের নিঃসরণ ব্যবস্থা করা। এ প্রসঙ্গে এই কথাটি জেনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন যে পুরুষের যৌন হর্মোন টেষ্টাটোরোন অন্ডকোষ হইতে দেহের মোট উৎপাদনের বড় জোর শতকরা ৫০ ভাগ

উৎপাদন করে বাকী ৫০ ভাগ বা তারও বেশী করে এ্যাড্রিনাল গ্রন্থির কার্টেকস অংশ এখন দেখা যাচ্ছে যে শুক্রকীট ও পুরুষ যৌন হর্মোন টেষ্টসটেরোন একটি অপরটির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং এই ভাবে তাহাদের সৃষ্টি Stage by Stage বা ধাপে ধাপে হইয়া থাকে যথা অ্যান্টিরিয়ার পিটুইটারি গ্রন্থি গ্যামেটোজেনিক হর্মোন + অন্ডকোষের জামিনাল এপিথিলিয়াম = শুক্রকীট সৃষ্টি + অ্যান্টিরিয়ার পিটুইটারি গ্রন্থির ইনটারষ্টীসিয়াল সেল ষ্টিমুলেটিং হর্মোন + অন্ডকোষের শেডিজ্ সেল = পুরুষ যৌন হর্মোন টেষ্টসটোরন।

অণ্ডকোষের আভ্যন্তরিণ রস—

বীর্য নালিকাগুলির মধ্যবর্ত্তী স্থানে যে সকল সেল আছে (Intersitial Cell) তাহার জীবের গতি শক্তি এবং সন্তান উৎপত্তির উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। যৌবন প্রকাশের পূর্বে যদি জীবের অন্ডকোষ উৎপাটন করা হয় তবে তাহার আকৃতিতে স্ত্রী বা পুরুষের বিশিষ্টতা প্রকাশ হয় না অধিকাংশ স্থানে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। আবার দেখা গেছে—বীর্যবাহী নালী (Ducts Drefirens) যদি বাধিয়া দেওয়া যায় তবে, জীবের বীর্যনালীগুলি অকর্মন্য হইয়া যায়। কিন্তু তাহা মধ্যবর্ত্তী